

া মুয়াতা মালিক

হাদিস নাম্বারঃ ৮১৭

२०. रेष्ण (کتاب الحج)

পরিচ্ছেদঃ ৩৮. ফজর ও আসরের পর তাওয়াফের নামায আদায় করা

بَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ فِي الطَّوَافِ

আরবী

وَحَدَّتَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلَاةِ الصنُّبْحِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ قَالَ مَالِك وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْت بَعْضَ أُسْبُوعِهِ ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصَّبْح أَوْ صَلَاةُ الْعَ

قَالَ مَالِك وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصَّبْحِ أَقْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُصِلِّي مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعًا ثُمَّ لَا يُصلِّي حَتَّى تَطْلُعَ فَإِنَّهُ يُصلِّي مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ حَتَّى يُصلِّي الْمَغْرِبَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِك وَلَا الشَّمْسُ أَقْ تَغْرُبَ قَالَ وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصلِّي الْمَغْرِبَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِك وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ الصَّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَا يَزِيدُ عَلَى سُبْعِ وَاحِدٍ وَيُعْدَ الْعَصْرِ لَا يَزِيدُ عَلَى سُبْعِ وَاحِدٍ وَيُعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُوَخِّرُهُمَا بَعْدَ وَيُؤَخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُوَخِّرُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبُ الشَّمْسُ فَإِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ صَلَّاهُمَا إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَإِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ صَلَّاهُمَا إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَرُهُمَا حَتَّى يُصِلِكَى الْمَغْرِبَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

বাংলা

রেওয়ায়ত ১২২. আবুয যুবায়র মক্কী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি দেখিয়াছি আসর ও ফজরের পর বায়তুল্লাহ খালি হইয়া পড়িত। ঐ সময় কোন তাওয়াফকারী থাকিত না।

মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাওয়াফ শুরু করার পর ফজর বা আসরের জামাতের তাকবীর শুরু হইলে ইহা ত্যাগ করিয়া ইমামের সহিত নামাযে শামিল হওয়া উচিত।

নামায পড়ার পর অবশিষ্ট তাওয়াফ পুরা করিবে। কিন্তু তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায ফজরের সময় সূর্যোদয় এবং আসরের সময় সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত পড়িবে না। মাগরিবের পর যদি উহা পড়ে তবে উহাতেও কোন দোষ নাই। মালিক (রহঃ) বলেনঃ সাত চক্করের উপর বৃদ্ধি না করিয়া যদি কোন ব্যক্তি ফজর ও আসরের পর তাওয়াফ করে এবং তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায সূর্যোদয়ের পর পড়িয়া নেয়, যেরূপ উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) করিয়াছিলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই।



আর যদি আসরের পর তাওয়াফ করিয়া থাকে তবে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে তাওয়াফের নামায পড়িবে না। সূর্যাস্তের পর ইচ্ছা করিলে তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায পড়িয়া লইবে অথবা ইচ্ছা করিলে মাগরিবের নামায সমাপ্ত করার পর পড়িবে, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

English

Yahya related to me from Malik that Abu'z-Zubayr al-Makki said, "I saw the House deserted both after subh and asr, with no-one doing tawaf."

Malik said, "If someone does some of his circuits and then the subh or asr prayer is begun, he should pray with the imam and then complete the rest of his circuits but should not pray at all until the sun has either risen or set "

He added, "There is no harm in delaying the two rakas until after he has prayed maghrib."

Malik said, "There is no harm in someone doing a single tawaf after subh or after asr, not to do more than one group of seven circuits, and then as long as he delays the two rakas until after the sun has risen, as Umar ibn al-Khattab did, or he delays them until after the sun has set if it is after asr. Then when the sun has set he can pray them if he wants, or, if he wants, he can delay them until after he has prayed maghrib. There is no harm in that."

হাদিসের মান: তাহকীক অপেক্ষমাণ পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

🗕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন